

আম্মানের ডাকঘর

নিশাত তাসনীম



সূচি

জুনাইফ ও বাবার ভুঁড়ি.....	৭
অপরিচিত তিন মেহমান.....	১৪
রূপকথার চেয়েও সুন্দর.....	২১
আসমানের ডাকঘর.....	২৭
অদ্ভুত সেই লোকটি.....	৩২
জিবরাই (আ.)-এর.....	৩৮
জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন.....	৩৮
অদৃশ্য যোদ্ধা.....	৪৪
একটি সুন্দর স্বপ্ন.....	৫০
দাহিয়া(রা.)-এর বেশে জিবরাইল.....	৫৩
আসমান ভ্রমণের সাথি.....	৫৯
রূপালি বৃষ্টির ছোঁয়া.....	৬৩
ব্যক্তিগত কথোপকথন.....	৬৭
দুটি নুর.....	৭১
নবি মুসা (আ.)-এর ছেলেবেলা.....	৭৪
ফেরাউনের মৃত্যু.....	৭৮

অপরিচিত তিন মেহমান

জুনাইফের দাদু খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তাই ওদের বাড়িটা সবাই চেনে। জুনাইফের দাদু অতিথিদের আপ্যায়ন করতে পছন্দ করতেন। ওর বাবা জাফরান সাহেবেও অতিথি পেলে আপ্যায়ন করেন। একদিনের ঘটনা বলি। তখন সন্ধ্যা নামবে নামবে ভাব। লাল সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। বিকেলের এই সময়ে বাড়িতে অনেক কাজ থাকে। জুনাইফের মা জেসমিন বেগম জিকির করতে করতে কাজগুলো করছেন।

হঠাৎ জাফরান সাহেব ছুটে এলেন। তার মুখে একফালি হাসি লেগে আছে। জেসমিন বেগম স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হঠাৎ কী হলো তোমার?’

‘তেমন কিছু না। বাড়িতে তিনজন মেহমান আসছেন।’

‘কোন মেহমান?’

‘তারা কাছের কোনো আত্মীয় না। আঝ্জার পরিচিত মানুষ। আঝ্জাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ভাবলাম ভেতরে ডাকি। তারপর ঘরে বসতে দিয়েছি। এখন মেহমানদের জন্য ভালো খাবারের ব্যবস্থা করো।’

‘ঠিক আছে, আমি এখনই যাচ্ছি। তুমি জুনাইফকে মেহমানদের



জুনাইফ ও বাবার ভুঁড়ি

মহেশপুরে একটিমাত্র সবুজ বাড়ি আছে। ওই বাড়িটি জুনাইফদের। জুনাইফ পড়ালেখায় বেশ ভালো। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলের জুনাইফ অনেকটা দাদুর মতো হয়েছে। তোমাদের বলে রাখি, জুনাইফের দাদু বেঁচে নেই। প্রায় তিন বছর আগে তিনি আল্লাহর কাছে চলে গেছেন।

শান্ত স্বভাবের জুনাইফ অবসরে গল্পের বই পড়ে। কেউ গল্প বললে শুনতে ভালো লাগে ওর। বিশেষ করে বাবার মুখের গল্প। জুনাইফের বাবা জাফরান সাহেব সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন।

একদিন দুপুরবেলা বাবার পাশে শুয়ে আছে জুনাইফ। জাফরান সাহেবের দু-চোখ বন্ধ। জুনাইফের চোখ খোলা। ও চোখ বন্ধ করলেই অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে ওঠে! এই যেমন : কখনো হাতির মতো দাঁত! ঘোড়ার মতো লেজ! খরগোশের মতো কান! আবার কখনো বিশাল দৈত্যাকার প্রাণী!

জুনাইফ বাবার দিকে তাকাল। জাফরান সাহেব তখন লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছেলেন। তার বিশাল ভুঁড়িটাও ওঠানামা করছে। তিনি খেতে খুব পছন্দ করেন। তাই হয়তো ভুঁড়িটা ফুটবলের মতো হয়েছে! জুনাইফ আলতো করে বাবার ভুঁড়িতে হাত রাখে। ওর হাতের স্পর্শে চোখ খুললেন বাবা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন জুনাইফের দিকে। তিনি বুঝতে পারলেন, জুনাইফ কিছু বলতে চায়।

জাফরান সাহেব বললেন, ‘বাপজান, কিছু বলবে?’

জুনাইফ আবদারের সুরে বলল, ‘আমাকে একটা গল্প শোনাবে?’

জাফরান সাহেব ছেলেকে খুব ভালোবাসেন। ছেলের ছোটো ছোটো আবদার রাখার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন, ‘গল্প! বলো কার গল্প শুনবে?’

বাবার কথায় বেশ খুশি জুনাইফ। সে বলল, ‘তোমার যার গল্প ভালো লাগে।’

বাবা বললেন, ‘তুমি কি জানো, আমাদের শেষ নবির নাম কী?’

‘হ্যাঁ জানি, মুহাম্মাদ (সা.)।’

‘হুমম, তুমি ঠিক বলেছ। তিনি হলেন আমাদের সর্বশেষ নবি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁর নবুয়ত লাভের শুরুর দিকের কিছু ঘটনা আছে। তুমি কি সেগুলো জানো?’

জুনাইফ মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলো জানে না। তারপর মনোযোগ দিয়ে বাবার কথা শুনতে শুরু করে।

‘নবুয়ত লাভের কিছুদিন আগের ঘটনা। মুহাম্মাদ (সা.) তখনও রাসূল হননি। তখন তিনি একা থাকতে পছন্দ করতেন। অনেক মানুষের জটলা ভালো লাগত না। তাই কোলাহল ছেড়ে অনেক দূরের হেরা গুহায় চলে যান। ওই গুহাতে নবিজি সময় কাটাতেন। টানা কয়েক রাত পর্যন্ত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন! হেরা গুহার চারিদিকে শুনসান, কোনো শব্দ নেই। অথচ একদিন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল! নবিজিকে চমকে দিয়ে

সেখানে একজন উপস্থিত হলেন। তিনি মানুষ নন, ফেরেশতা! আকাশ থেকে নেমেছেন। হঠাৎ অপরিচিত একজনের আগমনে নবিজি ভীষণ ভয় পেলেন!

সেই অপরিচিত ফেরেশতা নবিজিকে বললেন-ইকরা। অর্থ হলো-পড়ো। এটি আরবি শব্দ। নবিজির জন্ম আরব দেশে। তিনি আরবি ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিরক্ষর, লিখতে ও পড়তে জানতেন না।

তখন নবিজি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না।

এ কথা শুনে ফেরেশতা নবিজিকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আবার বললেন, ইকরা।

এবারও তিনি জবাব দিলেন, আমি তো পড়তে জানি না।

তারপর ওই ফেরেশতা নবিজিকে আবারও বুকের সাথে চেপে ধরলেন। এভাবে তিনবার চেপে ধরলেন। এরপর তিনি কিছু আয়াত পড়লেন।

এই প্রথম মুহাম্মাদ (সা.) অন্যরকম ঘটনার সাক্ষী হলেন। তাঁর বুক কাঁপছিল। তিনি তো ভয় পেয়ে গেলেন। এ ঘটনার পর নবিজি হেরা গুহায় বেশিক্ষণ থাকলেন না। ছুটে গেলেন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর কাছে। তারপর বললেন, আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও!

খাদিজা (রা.) প্রিয়নবিকে খুব ভালোবাসতেন। অনেক শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু নবিজিকে এ অবস্থায় দেখে তিনি পড়ে গেলেন চিন্তায়। দ্রুত তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন।

কিছু সময় পর স্বাভাবিক হলেন রাসূল (সা.)। হেরা গুহার সব

ঘটনা খুলে বললেন খাদিজা (রা.)-কে। তিনি নিজের জীবন নিয়ে শঙ্কায় পড়লেন। ভাবলেন, হয়তো তিনি মারা যাবেন!

কিন্তু খাদিজা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে সাক্ষ্য দিলেন। বুঝিয়ে বললেন, আপনি সবার সাথে ভালো ব্যবহার করেন, যার কাজ নেই তাকে কাজ দেন, অতিথির সেবা করেন, কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করেন, তাই আল্লাহ তায়ালা কখনো আপনাকে ব্যর্থ হতে দেবেন না।

কিন্তু এমন অদ্ভুত ঘটনা কেন ঘটল? আর কেইবা ছিলেন সেই ফেরেশতা? কেনই-বা তিনি মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে এসেছিলেন? এসব জানতে হলে জ্ঞানী কারও কাছে যেতে হবে।

তারপর খাদিজা (রা.) নবিজিকে নিয়ে গেলেন একজন জ্ঞানী মানুষের কাছে। তিনি ছিলেন খাদিজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ মানুষ। চোখে ভালোভাবে দেখতে পেতেন না। ওয়ারাকা ইবনে নওফেল হিব্রু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগেও তিনি মূর্তিপূজা করতেন না।

খাদিজা (রা.) তাকে খুলে বললেন হেরা গুহার সব ঘটনা। বৃদ্ধ ওয়ারাকা বুঝতে পারলেন, মুহাম্মাদ (সা.) কোনো সাধারণ মানুষ নন। তিনি আগামী নবি। তাঁর ওপর আসমান থেকে ওহি নাজিল হবে। কিন্তু তাঁর জাতির লোকেরা তাঁর কথা শুনবে না; বরং তাঁকে কষ্ট দেবে। জ্ঞানী ওয়ারাকা ইবনে নওফেল সবকিছু শুনে ওই ফেরেশতাকেও চিনতে পারলেন।

তিনি বলে উঠলেন, ইনি তো সেই পবিত্র ফেরেশতা, যার নাম নামুস; যাকে আল্লাহ মুসা (আ.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন।’

এই পর্যন্ত বলে থামলেন জাফরান সাহেব। তাকালেন জুনাইফের দিকে। সে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে বলল, ‘বাবা, নামুস ফেরেশতার গল্প তো আমি আগে কখনো শুনিনি! বিস্ময়কর নাম!’

জুনাইফের কথায় মুচকি হাসলেন বাবা। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন—

‘এই ফেরেশতা দেখতে বিশাল বড়ো।’

‘কত বড়ো? তিনি কি গাছের মতো লম্বা?’

জুনাইফের কথায় এবার জোরে হেসে ওঠেন বাবা। তিনি বললেন, ‘তার চেয়ে অনেক গুণ বড়ো। এতই বড়ো যে, তুমি ভাবতেই পারবে না। তিনি যখন নবিজির কাছে আসতেন, তখন নিজের এই বিশাল দেহ নিয়ে আসতেন না; বরং মানুষের আকার ধরে আসতেন।’

জুনাইফের বিস্ময় আরও বাড়ল! বলল, ‘ওওও, আচ্ছা! তাহলে কি নবিজি কখনো তাঁকে আসল চেহারায় দেখেননি?’

‘দেখেছিলেন মাত্র দুইবার।’

‘কীভাবে দেখেছিলেন, বাবা? কোথায় দেখেছিলেন? তখন কেমন লেগেছিল নবিজির?’

জুনাইফের চোখে-মুখে বিস্ময়! ও তাকিয়ে আছে বাবার মুখের দিকে। বাবা বলছেন খুব স্পষ্ট করে।

‘মক্কা নগরীর খোলা মাঠ। একদিন প্রিয় নবিজিকে সেই ফেরেশতা আসলরূপে দেখা দেন। তিনি আকাশ থেকে নিচে নেমে আসেন। তারপর ওপরের দিকে সোজা হয়ে বসেন।

বিশাল দেহ তাঁর। এতই বিশাল যে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের এই শূন্য মণ্ডল ঢেকেছিল। তাঁর রয়েছে ছয়শ ডানা। সেগুলো থেকে সব সময় মণিমুক্তা ঝরে। সেদিন ওই ফেরেশতা বরফের পোশাক পরে ছিলেন। তারপর তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে যান। নবিজির আরও কাছাকাছি এলেন।

প্রাণের নবি আগে কখনো এমন ঘটনার মুখোমুখি হননি। বিশাল আকৃতির ফেরেশতাকে দেখে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তারপর ফেরেশতা মানুষের আকার ধারণ করেন এবং তাঁর কাছে আসেন।’

জুনাইফ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ‘বাবা, কে এই ফেরেশতা? কী তাঁর পুরো পরিচয়?’

বাবা মুচকি হেসে বলেন, ‘নামুস ছাড়াও তাঁর আরও কয়েকটি নাম আছে। আর তিনিই হলেন ফেরেশতাদের সর্দার জিবরাইল (আ.); যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নিয়ে আসতেন।’

বাবার কথায় উঠে বসল জুনাইফ। আজকের গল্প খুব সুন্দর হয়েছে। একেবারে জুনাইফের মনের মতো। সে বলল, ‘ওওও, আচ্ছা! তাহলে তিনি সেই জিবরাইল (আ.)! আমি তো আরও ছোটবেলায় দাদির কাছে এই ফেরেশতার নাম শুনেছিলাম; কিন্তু গল্প তো শুনিনি।’

‘তাই নাকি বাপজান?’

‘হ্যাঁ বাবা; যাই, এক্ষুনি গিয়ে দাদিকে গল্পটা বলে আসি!’

এই বলে ওঠে দাঁড়াল জুনাইফ। তারপর দাদির ঘরের দিকে দিলো এক ছুট। এদিকে ছেলের কাণ্ড দেখে জাফরান সাহেবের সে কী হাসি!

